হৃদয় ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

হৃদয় ছোঁয়া
পঁয়ত্রিশ

মাহাবুবুল হাসান নীরু

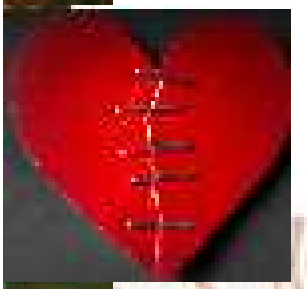

একটি ভিন্ন স্বাদের ছড়া-কাব্যগ্রন্থ

এক নজরে মাহাবুবুল হাসান নীরু

জন্ম ১৯৬৫ সালের পহেলা জুন রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার অনন্তরাম গ্রামে। ১৯৯০ সালে যোগ দেন ইত্তেফাক ভবন থেকে প্রকাশিত তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা রোববারে। পরে পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ১৯৯২ সালে তিনি প্রকাশক এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে রোববার পাবলিকেশন্সের নতুন ক্রীড়া পত্রিকা পাক্ষিক ক্রীড়ালোক প্রকাশ করেন। তার সুযোগ্য সম্পাদনায় যে পত্রিকাটি পরবর্তীতে রচনা করেছে বাংলাদেশের পত্রিকা জগতে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। ২০০৭ সালের গোড়া থেকে ২০০৮ সালের জুন পর্যন্ত রোববার ও ক্রীড়ালোকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি দৈনিক ইত্তফাকের এই নগরী, ক্রীড়াঙ্গন, রিয়েল এস্টেট, রূপসি চট্টগ্রাম, কাঞ্চনকণ্যা সিলেট বিভাগগুলোর বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা প্রায় একশ' আশি। প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়া ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতেও রয়েছে তার পদচারণা। নির্মাণ করেছেন নাটক ও টক-শো। গ্রন্থের সংখ্যা সাইত্রিশটি। স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বেশ ক'টি পুরস্কার।

উৎসর্গ

মাখন, সায়লা, আঁচল ও আবেশ- যে
চারটি হৃদয় আমার দুঃসময়কে কাটিয়ে
উঠতে সার্বক্ষণিক যুগিয়ে চলেছে
অনুপ্রেরণা, শক্তি আর সাহস.....

‘এই তো দেখো আমি এখন পারছি একটু দাঁড়াতে
ব্যাধিগ্রস্থ জীবনটা আজ পারছি একটু নাড়াতে,
বেশ দুর্বল পা দুটো আজ পারছি একটু বাড়াতে
পারছি এখন দুখগুলোকে একটু করে তাড়াতে...’

হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

মা হা বু বু ল হা সা ন নী রু

Shoily.com

হৃদয় ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

মাহাবুবুল হাসান নীরু

প্র কা শ ক
রিপন কুমার দে
শৈলী প্রকাশনী, শৈলী.কম
©shoily.com

প্র চ্ছ দ
অনল

প্র কা শ কা ল
১৫ মে ২০১৩

স র্ব স্ব ত্ব
লেখক কর্ত্তৃক সংরক্ষিত

অ ল ঙ্ক র ণ
অনল

Published by Ripon kumar dey, Shoily prokashoni, Waterloo, Canada

প্রকাশকের কথা

স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক মাহাবুবুল হাসান নীরু মূলত: একজন গল্পকার হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রয়েছে তার সাবলীল পদচারণা। বিগত সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু ছড়া লিখেছেন। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেসব প্রকাশও পেয়েছে, তবে ছড়া -কাব্য গ্রন্থ তাঁর এটাই প্রথম। আর এ বিষয়ের ওপর তাঁর প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। যদিও এটি একটি ই-বুক। শৈলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মাহাবুবুল হাসান নীরুর দ্বিতীয় ই-গ্রন্থ এটি। এর আগে তাঁর দশটি সেরা গল্প নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে শৈলী। গ্রন্থটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক পাঠক লেখকের গল্পগুলো অনলাইনে পড়েছেন। লেখকের পাশাপাশি এটি শৈলীরও একটা সাফল্য বৈকি। আমরা আশা করছি, তাঁর ভীন্ন স্বাদের এই ই-গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠবে। গ্রন্থটি চমৎকার আঙ্গিকে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। চেষ্টা করেছি যথাসম্বব নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে। সব মিলিযে গ্রন্থটি পাঠকদের ভালো লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

-রিপন কুমার দে
ওয়াটারলু, কানাডা

‘সেরা দশ গল্প’ আমার প্রথম ই-গ্রন্থ। কানাডার অন্যতম অনলাইন প্রকাশনী শৈলী প্রন্থটি প্রকাশ করে গত বছরেরর মধ্যভাগে। প্রন্থটির ব্যাপক সাফল্য লাভের প্রেক্ষিতে প্রকাশনাটির কর্ণধার স্নেহভাজন রিপন কুমার দে খুব করে ধরলো আর একটি গ্রন্থ দেয়ার জন্য। কিন্তু গত বছরের শেষভাগ থেকে লাগাতার অসুস্থ থাকার ফলে সেটা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর মাঝেই একটা কঠিন অসুখ বয়ে নিয়ে মন্ট্রিয়ল ছেড়ে চলে এলাম ক্যালগেরিতে। ঠাঁই নিলাম বন্ধু মাখন ও সায়লার পরিবারে। ওদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অসুস্থতা সত্ত্বেও আবার কলম ধরলাম। ছড়া ও কবিতা আমার লেখালেখির মূল বিষয় নয়, মাঝে মাঝে লিখে থাকি। ইচ্ছে হলো এই মাধ্যমে একটি ভীন্ন স্বাদ ও মেজাজের প্রন্থ শৈলীকে দেবার। জানি না লেখাগুলো পাঠকদের কেমন লাগবে তবে আমি আমার সৃষ্টির ব্যাপারে খুব আশাবাদী। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটির প্রতিটি লেখা পাঠকদের ভালো লাগবে। সব বয়সের পাঠকের কথা মাথায় রেখে লেখাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।

পরিশেষে আরও একবার বন্ধু মাখন ও সায়লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে নতুন করে লেখালেখিতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য।

-মাহাবুবুল হাসান নীরু

৭৪, মার্টিনরিজ ক্রীসেন্ট, ক্যালগেরি, কানাডা, ১৯ মে, ২০১৩।

হৃদয় ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

সূচিপত্র

ভালোবাসা-৮
জীবন কেনো ঠুকনো এমন!-৯
তীব্র রোদের এক দুপুরে-১০
এই তো দেখো-১১
ভুল-১২
ভালোবাসার বাঁচা-মরা-১৩
কতোদিন যেনো দেখি না সকাল-১৪
ভালোবাসার খামার-১৫
আমরা যারা স্বপ্ন দেখি-১৬
জীবনের মানে কি?-১৭
নিজের তরে-১৮
যখন তোকে মানে পড়ে-১৯
নদী নামের সেই মেয়ে-২০
কোথায় ছিলি বন্ধুরে তুই-২১
ষোল আনাই ফাঁকি-২২
মন জমিনে-২৩
ষোল আনাই ফাঁকি-২৪
ছোঁয়া-২৫
প্রিয়া যদি থাকে সাথে-২৬
আমার ভেতোরে তোমার বসবাস-২৭
যাসনে দূরে-২৮
মনটা যখন পাগলা ঘোড়া-২৯
আমার চোখও স্বপ্ন করে খেলা-৩০
ছন্দ যখন অন্ধ-৩১
ছবি যদি কথা বলে-৩২
দুখি মাঝির সুখের গান-৩৩
সে-৩৪
অপেক্ষা-৩৫
আমার মনে-৩৬
সত্যি করে বলতো-৩৭
মধুবন-৩৮
খায়েশ!-৩৯
চাঁদের দুঃখ-৪০
মনটা যখন পাগলা ঘোড়া-৪১
তোমার চোখের তারায়-৪২

ভা লো বা সা

সস্তা কিগো ভালোবাসা,
একী মোয়া-মুড়ি?
সওদা কিগো ভালোবাসা,
যায় পাওয়া এক কুড়ি?

লাউ-বেগুন আর শিমের মতো?
ফার্মে পাওয়া ডিমের মতো?
জবর তিতা নীমের মতো?
সাবান-সোডা, ভীমে'র মতো?

পায়ে পরার সেকী জুতো?
হালকা-পলকা নরম সুতো?
ক্ষ্যাপা কোনো ষাঁড়ের গুঁতো?
ধরা-ছাড়ার একটি ছুতো?

নয়কো সেতো একটু ছোঁয়া
ওজনে তা ছকাট-পোয়া।
নয়কো সেতো একটু খানি
কাছে যাওয়া,
রেস্টুরেন্টে নিবিড় করে
কাছে পাওয়া।

নয়কো সেতো শরীর-ঘেঁষা পদ্য
মদ্য পানে সদ্য লেখা গদ্য,
ভাঙ্গ-চোরস আর গাঁজায় নয়কো মত্ত,
গজায় না সে বুকের ভেতোর নিত্য।

ভালোবাসা রঙ ফড়িং আর
প্রজাপতির মেলা;
জীবন দ্বীপে দু'টি মনের
গভীর প্রণয় খেলা।

আকাশভরা নীলের বুকে
ভালোবাসার ভেলা;
ভেসে ভেসে যায় গো বয়ে
দুই জীবনের বেলা।

সস্তা নয়গো ভালোবাসা,
নয়কো মোয়া-মুড়ি,
সওদা নয়কো ভালোবাসা,
যায় পাওয়া এক কুড়ি।

জীবন কেনো ঠুনকো এমন?

জীবন কেনো ঠুনকো এমন?
এমন কেনো যেমন তেমন!
শুনবে জীবন কেমন কেমন?
কচু পাতার পানি যেমন।

নাড়া পেলেই গড়িয়ে পড়ে
শেষ ঠিকানা মাটির ঘরে।
কে নাড়া দেয় এমন করে,
কার ইশারায় জীবন ঝরে?

জীবন কেনো ঠুনকো এমন?
এমন কেনো যেমন তেমন!
শুনবে জীবন কেমন কেমন?
কচু পাতার পানি যেমন।

কে নাড়া দেয় এমন করে,
কার ইশারায় জীবন ঝরে?

তীব্র রোদের এক দুপুরে

তীব্র রোদের এক দুপুরে
জল ছিলো না পুকুরে,
গান ঝরেনি মুখ থেকে তার
তাল ছিলো না নুপূরে।

ফুল ছিলো না খোঁপায় তাহার
দুল ছিলো না কানে,
কান্না ছিলো চোখভরা তার
দারুণ অভিমানে।

ছিলো না তার মুখে হাসি
চোখের তারায় নাঁচন,
খোলা চুলে ঢেউ খেলেনি
বাতাস আগের মতোন।

তীব্র রোদের এক দুপুরে
জল শুকিয়ে পুকুরে,
গান ছিলো না, সুর ছিলো না
তাল ছিলো না নুপুরে.....

এক্ষণ

এই তো দেখো আমি এখন
পারছি একটু দাঁড়াতে,
ব্যাধিগ্রস্থ জীবনটা আজ
পারছি একটু নাড়াতে।

বেশ দুর্বল পা দুটো আজ
পারছি একটু বাড়াতে,
পারছি এখন দুখগুলোকে
একটু করে তাড়াতে...

মজা জলের পুকুর ছেড়ে
পারছি জমিন মাড়াতে,
একটু করে জমছে সাহস
বুকের শূণ্য ডেরাতে।

ঢালছি পানি ফের গো আমি
নতুন করে চারাতে;
এই তো দেখো এখন আমি
পারছি একটু দাঁড়াতে.....

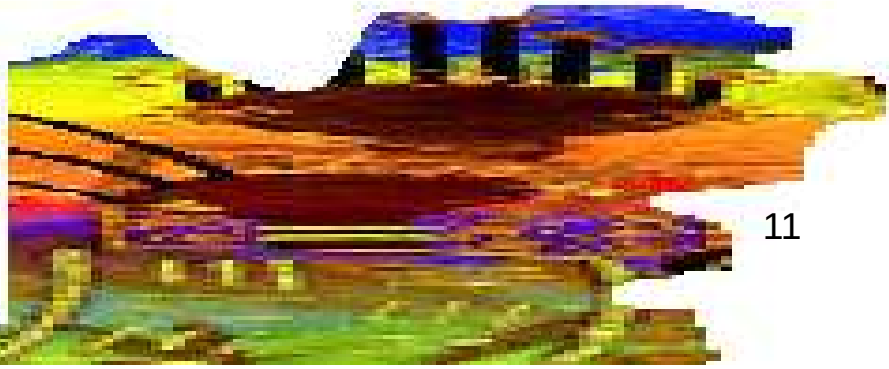

ভুল ভুল ও ভুল ভুল

কিছু কিছু ভুল আছে, যা করা ঠিক নয়
ভুল করা কখনোই ভালো কোনো দিক নয়;
তারপরও হয়ে যায়, তারপরও ভুল হয়
যতো বলো কান মলে, আর কোনো ভুল নয়।

ভুল করো ছোট-খাটো, হয়তো ঠিক আছে
সেই ভুল শোধরানোর কিছু কিছু দিক আছে,
ছোট-খাটো ভুল করা নয় কোনো বড় বাত
শোধরানো যায় সেটা করজোড় করে হাত।

বড় কোনো ভুল হলে, মেটে না তা কান মলে
মাশুল তার দিতে হয়, গুণীজনে তা বলে,
বড় কোনো ভুল করে কারো প্রাণ যায় চলে
বিপাকে পড়ে রাজার মসনদ যায় টলে।

বড় কোনো ভুল হলে সে ভুলের পথ ধরে
নানাজন নানাভাবে তার সাজা ভোগ করে,
চোখে দেখি, কানে শুনি কতো না কাহিনী
ভুল করে পস্তায়, নিজেরাও তা জানি।

তারপরও হয়ে যায়, তারপরও ভুল হয়,
যতো বলো কান মলে, আর কোনো ভুল নয়॥

কতো কাল যেনো দেখি না সকাল

কতো কাল যেনো দেখি না সকাল
কতো যুগ হলো পার,
ভোর দেখেছি সেই কবে
এরপর দেখিনি তো আর!

কতোদিন দেখি না রবি
আঁকিনি কো তার ছবি,
লিখি না কবিতা, বুকের ভেতোর
গুমড়ে কাঁদে কবি।

কতোদিন দেখি না আকাশ নীল
সে আকাশে ডানা মেলে ওড়া চিল,
মেঘের ভেলা দেখি না কতোকাল,
কতো কাল যেনো দেখি না সকাল।

সেই কবে দেখেছি মাকে
কতো বছর হলো পার,
দিন আসে রাত যায়
মাকে দেখিনি তো আর।

ভালোবাসার খামার

মনের বনে এক সে শিশু
করে হাঁটাহাঁটি,
দাগ পড়ে যায় বুক-জমিনে
এতোই নরম মাটি!
সুখের সে দাগ বুকের ভেতোর
সকাল-সাঁঝে, রাত কিবা ভোর
ছড়ায় এমন অনুভূতি,
ঝরায় সে তো তারার দ্যুতি!
আবেশ-আবেগ, ভালোলাগা
দারুণ লাগে এমন দাগা;
বুক জমিনটা এখন আমার
ভালোবাসার একটি খামার।

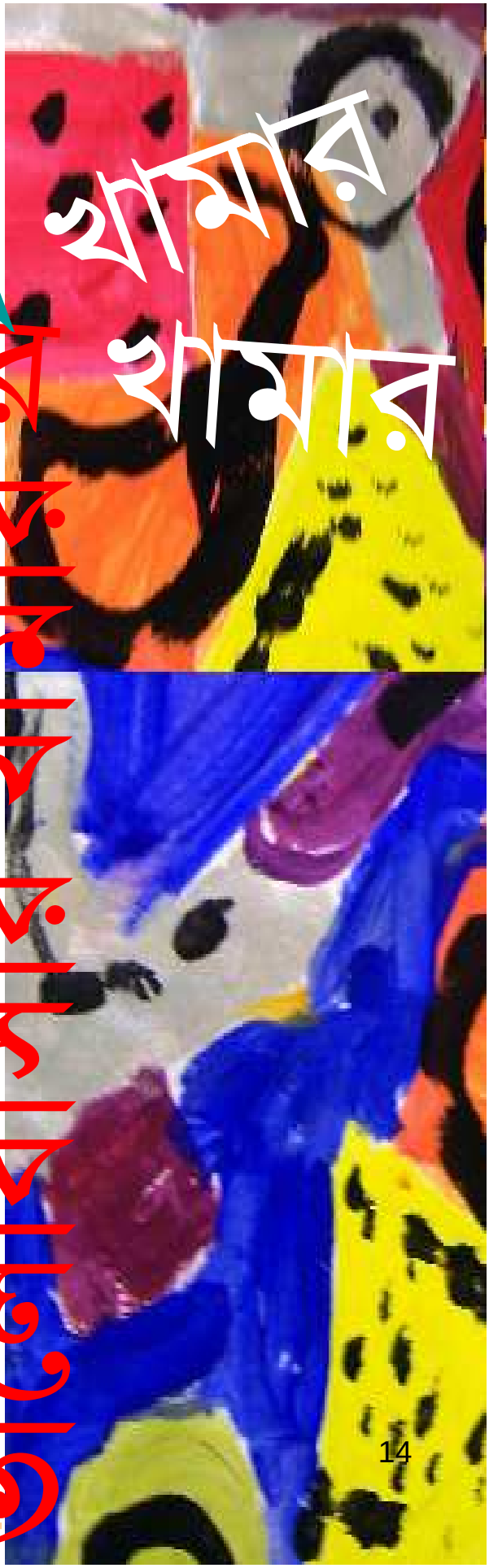

আমরা যারা স্বপ্ন দেখি

আমরা যারা স্বপ্ন দেখি
স্বপ্নে বিভোর ছবি আঁকি
চমৎকার এক দেখতে আকাশ
আকাশ পানে চেয়ে থাকি।

আমরা যারা স্বপ্ন আঁকি
রঙ-তুলিতে মাখামাখি
রোদের শরীর দেখতে মোরা
রবি'র ওপর চক্ষু রাখি।

আমরা যারা স্বপ্ন দেখি
স্বপ্ন নিয়েই আঁকাআঁকি
স্বপ্ন মোদের হবেই পূরণ
সমুখ পানে চেয়ে থাকি.....

জীবনের মানে কি?

জীবনের মানে কি,
কেউ তা জানে কি?
জীবনকে টানে কি,
অর্থের গানে কি?

জীবনের অর্থ
বোঝে কার সাধ্য,
সফল বা ব্যর্থ
চলতে সে বাধ্য।

জীবনে সুখ আসে অর্থের গানে কি,
প্রেম আর আবেগের টানে কি?
অর্থ-প্রাচুর্য্য সুখ ডেকে আনে কি?
বোঝা বড় কষ্ট, জীবনের মানে কি।

নিজের তরে

আমি আবার স্বপ্ন গাঁথি
লাল-বেগুনি ভাবনা দিয়ে,
নঁকশি কাঁথা গড়ি আমি
রেইনবো থেকে সূতো নিয়ে।
বৃষ্টি থেকে সৃষ্টি করি পদ্য
ফাগুন থেকে আগুন নিয়ে গদ্য।
আষাঢ় থেকে জলের ধারা
আকাশ থেকে নিয়ে তারা;
বন ময়ূরের নৃত্য থেকে ছন্দ,
গোলাপ থেকে নেই যে কিছু গন্ধ।
সব মিলিয়ে উড়াই রঙিন ঘুড়ি
নিজের ভেতোর নিজেই ওড়াউড়ি।
ভালো লাগে যখন ভাবি
আমিই এখন আমার দাবী,
নিজের তরেই স্বপ্ন গাঁথি
নিজেকে নিয়েই নিজে মাতি॥

ভালোবাসার বাঁচা-মরা

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই হয় স্তব্ধ
হয় যদি সে জব্দ
হয় যদি সে দগ্ধ।

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই ছড়ায় দুর্গন্ধ
দুই হৃদয়ে যখন
বেড়ে যায় দ্বন্ধ।

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই হয় অন্ধ
যখন সেথায় ঢুকে পড়ে
বিষ নিঃশ্বাসের গন্ধ।

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই হারায় ছন্দ
দুই হৃদয়ের মাঝে যখন
বাতাস বয় মন্দ।

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই হয় খোঁড়া
দুই হৃদয়ের মাঝে যখন
ছড়ায় গন্ধ-পোড়া॥

ভালোবাসা ‘চার শব্দ’
তখনই হারায় গতি
পরকিয়া প্রেমের আঁচে
হয়ে যায় মহা ক্ষতি॥

যখন তোকে মনে পড়ে

যখন তোকে মনে পড়ে
জেগে কিংবা ঘুমের ঘোরে
মনটা মরে ব্যথার তোরে
সকাল দুপুর, রাত ও ভোরে।

যখন তোকে মনে পড়ে
বসে শুয়ে বহুদূরে
মনটা আমার শুধুই পোড়ে
বাজে সেতার করুণ সুরে।

যখন তোকে মনে পড়ে
মন বৃক্ষের পাতা ঝরে
দুখ হানা দেয় মনের ঘরে
ব্যথায় ব্যথায় মনটা মরে।

যখন তোকে মনে পড়ে
সহসা কী আর মনটা সরে!
মনটা তোকে খুঁজে ফেরে
জেগে কিংবা ঘুমের ঘোরে.....

নদী নামের সেই মেয়ে

সুখ নদীরে দুঃখ দিয়ে
করেছে যারা ক্ষত
একদিন তারাই নদীর কাছে
করবে মাথা নত।

বাঁধ দিয়ে সুখ নদীটাকে
চেয়েছে মারতে যারা
নদীর স্রোতের গতি দেখে
অবাক হবেই তারা.....

চলবে নদী সকাল-সাঁঝে
নিয়ে বুকে বল
থমকে গিয়ে থামবে তারাই
নদীর চলাচল.....

নদীর স্রোতে ফিরছে গতি
বাঁধ ভেঙ্গে আজ চলছে সে;
পরাজয় কি, তা জানে না
নদী নামের সেই সে মেয়ে.....

কোথায় ছিলি বন্ধু রে তুই...

বন্ধু রে তুই ছিলি কোথায়
কোথায় ছিলো বাস,
কোন ঠিকানায় থাকতি রে তুই
বছর, বারো মাস?

কেমন করে তুই হলি আজ
আমার বুকের শ্বাস!
বুকের ভেতোর জমাট দুঃখ
করলি রে বিনাশ।

বন্ধু আমার, বন্ধু রে তুই
বন্ধু চিরকাল,
মুছে দে রে এই জীবনে
যা আছে জঞ্জাল.....

বন্ধু রে তুই কোথায় ছিলি
কেমন করে কাছে এলি!
অবাক করা কান্ড রে খুব,
মোর ঠিকানা কেমনে পেলি!

কোন ঠিকানায় থাকতি রে তুই
বছর, বারো মাস,
কেমন করে হলি রে আজ
আমার বুকের শ্বাস?

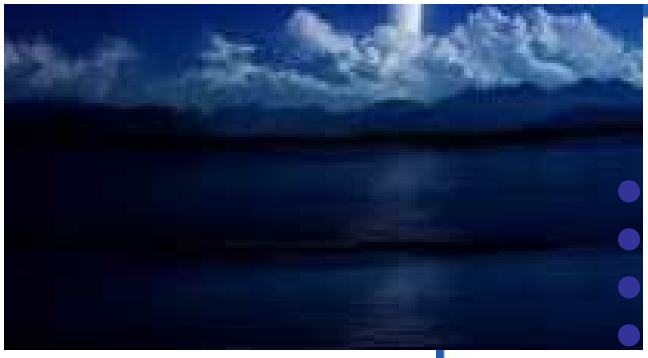

ষোল আনাই ফাঁকি...

বিশাল আকাশ তোমায় দেবো
আমি শুধু রোদটা নেবো
সুখি হবে তাতে?
রোদবিহীন ঐ আকাশটাতে
ঘুমিয়ে থেকে রাতের সাথে
সুখ কি পাবে হাতে?

রোদ যদি না রয় আকাশে;
আকাশ কি আর আকাশ থাকে?
অন্ধকারের বুকে কী আর
ভোগ করা যায় জীবনটাকে?

আমার আকাশ তোমায় দেবো
আমি শুধু রোদটা নেবো।

অন্ধকারে ডুবে থেকে
মানুষ বাঁচে নাকি?
আঁধার মানে আঁধার সেতো
ষোল আনাই ফাঁকি.....

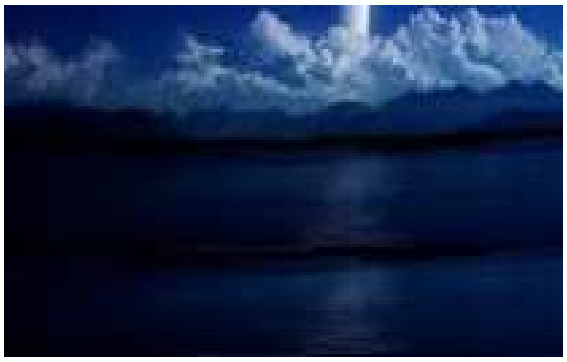

মন জমিনে

মন জমিনে সদাই রে তোর নরম হাঁটাহাঁটি
দাগ পড়ে যায় সেই জমিনে, এতোই কোমল মাটি।
মন জমিনে যখন মা তুই হাঁটিস নরম পায়ে
আমি তখন তাকাই আমার সমুখ, ডানে-বাঁয়ে,
খুঁজে ফিরি তোকে রে মা চোখের সীমানায়
পোড়া চোখের ওপর দিয়ে দিন আসে দিন যায়,
দেখি না মা তোকে আমি পাইনা খুঁজে তোরে!
কাঁদি রে মা স্বপ্নে-জেগে রাত-দুপুর ও ভোরে।
মন জমিনে তুই ওরে মা হাঁটিস যখন ধীরে
আমি তখন পেছন পানে তাকাই ফিরে ফিরে,
অ্যালবামে তোর ছবি দেখি, কাঁদি বসে একা
এ জীবনে হবে কি মা, তোর সাথে আর দেখা?
রোগে-শোকে যাচ্ছি ক্ষয়ে; যাচ্ছে সময় বয়ে
তারপরও মা বেঁচে আছি, কষ্টে রয়ে-সয়ে।
আর যদি মা না হয় দেখা সত্যি কোনোদিন
মনে রাখিস ছিলাম আমি, অতীত সে রঙিন।

আমার চোখেও স্বপ্ন করে খেলা

সবার মতো আমার চোখেও স্বপ্ন করে খেলা,
সবার মতো আমার মনও ভাসায় রঙিন ভেলা।
মন মাঝি মোর সুর তুলে গায় অথৈ দরিয়ায়;
প্রবল ঝড়ের ঝাপ্টা লাগে আমার জীবন না'য়।
কষ্টে কাটে অষ্টপ্রহর, তারপরেও স্বপ্ন আঁকি,
স্বপ্ন আছে বলেই বুঝি এতো কষ্টেও বেঁচে থাকি।
স্বপ্ন দেখা হয়তো মিছে, শূণ্যতা তার আগে-পিছে,
তবুও চলে স্বপ্ন দেখা, হৃদয় থাকে স্বপ্নে মিশে...
হতেও পারে; হয়তো হবে, এমন ভেবেই স্বপ্ন বুনি
স্বপ্নের বীজ বপন করে, ফসল তোলার প্রহর গুণি।
ক্ষণ চলে যায়, দিন চলে যায় স্বপ্নের পিঠে স্বপ্ন গাঁথি,
দিনে দিনে দিন যে গড়ায়, নিরেট সময় মারে লাথি...
তারপরেও যায় না নিভে এই অভাগার স্বপ্ন-বাতি,
স্বপ্ন দেখি; স্বপ্ন আঁকি, যখন তখন দিবা-রাতি॥

প্রিয়া যদি থাকে সাথে

রাত এসেছে, ভয় কি তাতে,
প্রিয়া যদি থাকে সাথে;
হাতটি যখন রাখে হাতে
ভয় কি তখন কালো রাতে?

তবুও ভয়? উঠেছে ঝড়?
ভয় করিস নে, করিস নে ডর,
একটা তো তোর হয়েছে ঘর
প্রিয়ার নরম বুকের ভেতোর।

ভয় কিরে আর দুঃখ-বাণে
প্রিয়া যখন কাছে টানে;
দুখ তাড়িয়ে সুখ যে আনে
মধুর পরশ ছড়িয়ে প্রাণে।

ভয় কিরে তোর কালো ছায়ায়
প্রিয়া যখন দুঃখ তাড়ায়;
প্রিয়া যখন হাতটি বাড়ায়
জড়িয়ে ধরে গভীর মায়ায়।

রাত এসেছে, ভয় কি তাতে
প্রিয়া যখন থাকে সাথে॥

আমার ভেতোর তোমার বসবাস

আমার ভেতোর তোমার বসবাস
তোমার ভেতোরে আমার নিঃশ্বাস
তুমি আমার শক্ত পাথুরে বিশ্বাস
তুমি আমার প্রেরণা, তুমি আশ্বাস
তুমি আমার দুঃসময়ে স্বস্তির শ্বাস
আমার ভেতোরে তোমার বসবাস।

তুমি আমার সোনালি রোদ্দুরময় আকাশ
অন্ধকারের বুক চিরে আলোর বিকাশ
মৃত এক মানবের নতুন আত্মপ্রকাশ
আমার ভেতোরে তোমার নিঃশ্বাস
তুমি আমার শক্ত পাথুরে বিশ্বাস
তুমি আমার দুঃসময়ে স্বস্তির শ্বাস।

আমার ভেতোরে তোমার বসবাস
তোমার ভেতোরে আমার নিঃশ্বাস
তোমার নিঃশ্বাসে আমার বিশ্বাস
আমার নিঃশ্বাসে তোমার সহবাস॥

যাসনে দূরে

একটু একটু কাঁপন তুলে
যাসরে কোথায় আমায় ভুলে?
হাওয়ায় যাবে খোঁপা খুলে
ঝুলবে বাতাস কানের দুলে।
কোথায় যাবি? কতোদূরে?
আসবি আবার ফের কি ঘুরে?
ফিরবি কিরে সেই সে সুরে
বুক ভূবনের মধুপুরে?
যাসনে রে তুই এমন করে
আমায় ফেলে বহুদূরে...
আয় ফিরে রে মধুপুরে
বুকের ভেতোর কেমন করে॥

তুমিই আমার মোনালিসা

এই যে আমার বুকের ভেতোর
কান পেতে গো শোনো,
তুমি ছাড়া নেই তো কিছু
নেই তো মানুষ কোনো।

তুমিই আমার কাছের মানুষ
পাশের মানুষ সব;
তোমার ছোঁয়ায় আমার বুকে
তাই জাগে উৎসব!

মন-আকাশে ওড়ে বেলুন
ওড়ে প্রজাপতি,
বুকের ভেতোর কুলকুলে বয়
চপোল ভাগিরথি।

স্বপ্ন খেলে চোখের তারায়
বুকের ভেতোর সুখ,
তুমিই আমার মোনালিসা
তুমিই প্রিয় মুখ॥

ছন্দ যখন

৮৯

ছন্দ যখন অন্ধ হয়ে
বন্ধ করে আঁখি,
যায় উড়ে যায় তখন ওরে
ভাবাবেগের পাখি।

অন্তরে এক দহন চলে
বুকের ভেতোর উনুন
জ্বলে,
মনের জমিন খরায় পোড়ে
প্রেমের মিনার যায় যে
টলে।

ছন্দ যখন অন্ধ হয়ে আর
তোলে না সুর,
বুক জমিনে কুঠার চালায়
তখন এক অসুর।

গানে গানে প্রাণে প্রাণে
আসে না আর ছন্দ;
জীবন জগত হারায় তখন
মন মাতানো গন্ধ॥

ছবি যদি কথা বলে

ছবি যদি কথা বলে
ছবি যদি হাঁটে চলে
মান-অভিমান করে
মাফ চেয়ে কান মলে,
কাছে এসে পাশে বসে
ভালোবাসে ছলে-বলে
চুমো আঁকে পলে পলে,
তবে সেই ছবিটাই জল হবে
হৃদয়ের দাবানলে.....

দুখি মাঝির

সুখের গান

তোমার চুলের গন্ধে মাতাল
আজকে দিনের হাওয়া,
বাতাসটা আজ তোমার ছোঁয়ায়
করে আসা-যাওয়া।

পাখির নরম পালক যেনো
ছড়ায় মধুর সুখ;
সেই সুখেতে ভরে ওঠে
আজ চাতকের বুক।

তোমার খোলা চুলে হাওয়া
আজকে খেলে যায়,
রঙ ছড়ানো জগত হাসে
চোখের সীমানায়।

হাসি-গানে হৃদয়টাতে
আনে সুখের বাণ,
মন-পুরের সেই দুখি মাঝি
গায় যে সুখের গান॥

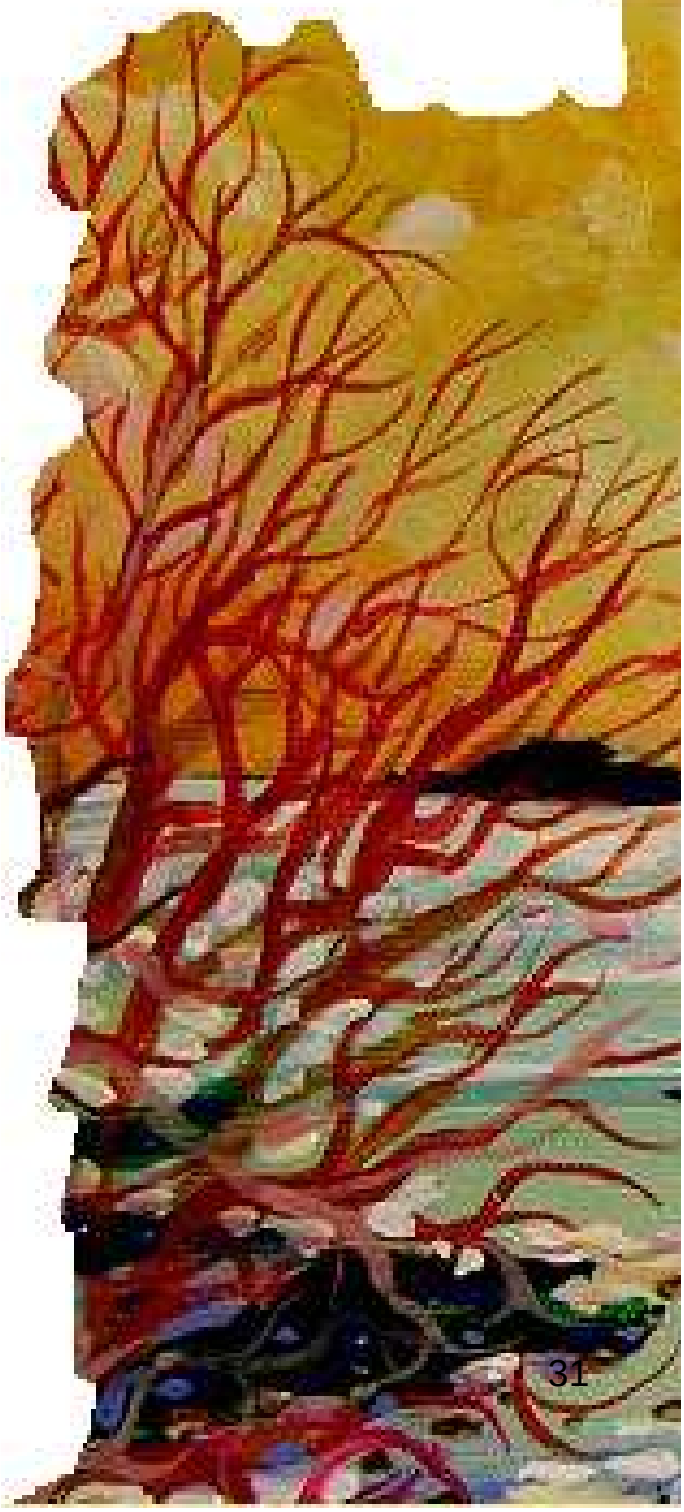

সে

কতো কথা তার সাথে দিনমান
কতো হাসি কতো গান
মান আর অভিমান
তাই বুঝি হৃদয়ের এতো টান!
হাতে হাত সারাক্ষণ
সারাক্ষণ মনে মন
কখনো বা গর্জন
কখনো বা বর্ষণ

কতো কাছে
সে যে আছে
আছে কাছে
বারো মাসে
কতো সুখ হয় বিনিময়
কতো আপন সে কতো কথা কয়!

অপেক্ষা

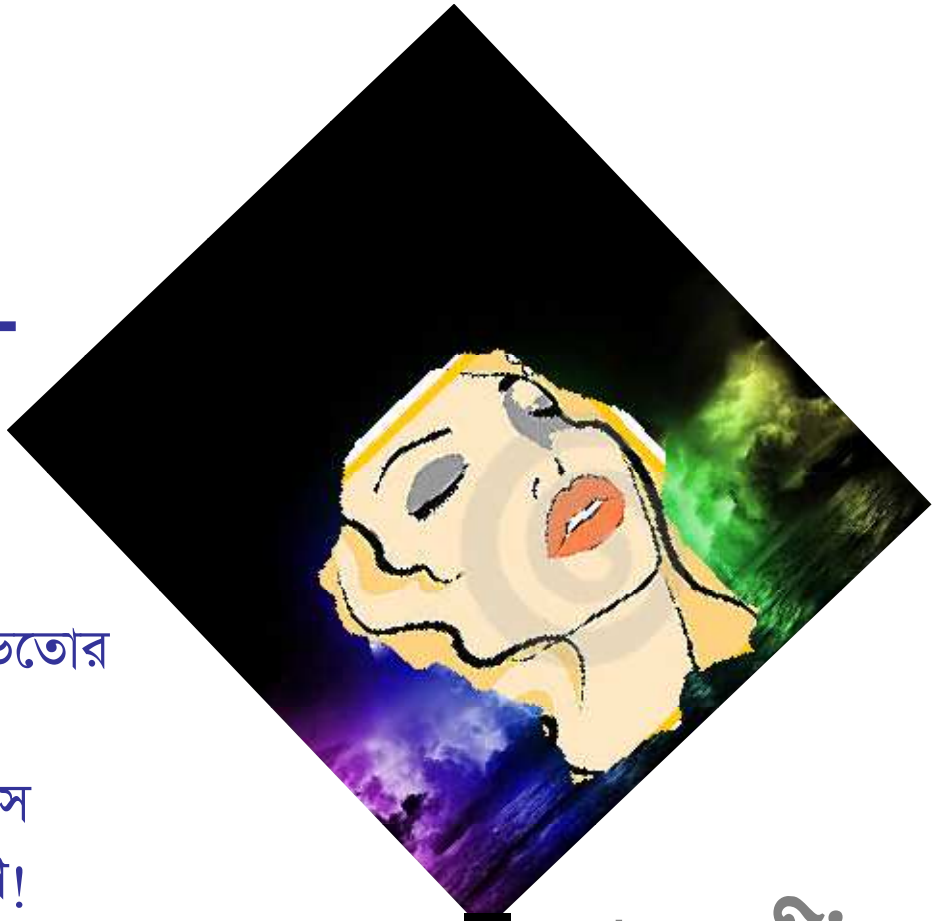

মনের মাঝে বনের ভেতোর
কে সে করে বিচরণ,
বন বাতাসে বয়ে আসে
কার সে মধুর আমন্ত্রণ!
গন্ধ ছড়ায় কোন সে ফুলের
যায় ভরে যায় মনের বন,
কার তরে সে মন উতলা
পথ চেয়ে রয় সারাক্ষণ।
মনের বনের বন ময়ূরের
কেনো এতো পোড়ে মন?
ময়ূরী তার আসবে কখন
ছড়িয়ে নাচের বরিষণ;
মনের মাঝে বনের ভেতোর
কে সে করে বিচরণ,
কার আসাতে পথ চেয়ে রয়
বনের ময়ূর সারাক্ষণ?

গন্ধ ছড়ায় কোন সে ফুলের
যায় ভরে যায় মনের বন
মনের বনের বন ময়ূরের
কেনো এতো পোড়ে মন?

তোমার মনে

তোমার মনে আমার বসত
কেমন করে হলো,
পিঁপিলিকা কেমন করে
আগুন খুঁজে পেলো!

তড়পায় সেই পিঁপিলিকা সেই
আগুনে পুড়ে,
আমি যখন পুড়ে মরি
তুমি তখন দূরে!

পিঁপিলিকার মনের বনেও
দাবানলের আঁচ,
আমি তোমায় দেখতে যে পাই
মাঝ খানে এক কাঁচ!

দেখছি তোমায় ঠিকই আমি
ধরতে শুধু পারি নাকো,
চোখের ওপর সারাক্ষণই
এমনি তরো তুমি থাকো।

তবুও তো শান্তি বড়
তোমায় আমি দেখতে পাই,
এমন তরো আগুনেও
পুড়ে মরতে দ্বিমত নাই....

আসবে তুমি মাঝে মাঝে
কাঁচের দেয়াল তুলে,
সেইটুকু ক্ষণ বড় পাওয়া
সব দুঃখ ভূলে॥

সত্যি করে বলতো

সত্যি করে বলতো নদী
কখনো হারিয়ে যাস যদি,
কোথায় পাবো আমি রে তোর প্রেরণা আর আদর,
ফিরে ফিরে আসবি কিরে রে, এলে শ্রাবণ-ভাদর?

সত্যি যদি যাস হারিয়ে
থাকবো আমি হাত বাড়িয়ে,
আশায় আশায় বুকটি বেঁধে থাকবো চেয়ে আমি
আসবি রে তুই ফিরে আবার, সে তো আমি জানি।

সত্যি করে বলতো নদী
কখনো হারিয়ে যাস যদি,
থাকতে পারবি আমায় ভুলে একটি দিনের জন্য?
পারবো না রে আমি সে তা, হয়তো হবো বন্য।

ফিরবো খুঁজে শুধুই তোকে,
অন্ধকারে জোনাক থোঁকে;
ঝরবে চোখে জলের ধারা বছর বারো মাস,
তোর হারিয়ে যাওয়া মানেই আমার দীর্ঘশ্বাস॥

ম ধু ব ন

একবার মধুবনে গেলে
ফেরে কার সাধ্য!
বার বার সেই টানে
মন যেতে বাধ্য।

মধুবন কতো মনের
কতো যে আরাধ্য,
কেউ সেথা দেয় প্রাণ
কারো হয় শ্রাদ্ধ!

কেউ সেথা খুঁজে পায়
জীবনটা সদ্য,
সেথা গিয়ে রচে কেউ
মনকাড়া পদ্য।

সেথা যেতে না পেরে
কেউ ধরে মদ্য,
কেউ ক্ষোভে নিজেকেই
নিজে করে দগ্ধ।

সেই বনে গিয়ে সবে
হয়ে যায় মুগ্ধ,
সেই মধু পান করে
কেউ হয় শুদ্ধ।

সেই বনে যেতে কেউ
করে যায় যুদ্ধ,
কেউ ফের বনে যায়
মুণি-ঋষী, বুদ্ধ.....

ম ধু ব ন

কেউ সেথা খুঁজে পায় জীবনটা সদ্য
সেথা গিয়ে রচে কেউ মনকাড়া পদ্য।

মধুবনমধুবনমধুবন

খায়েশ!

আকাশটাকে কাছে পেতে
বড্ড ইচ্ছে করে
আকাশ কি আর আসবে ওগো
আমার ছোট্ট ঘরে!

আকাশ মানেই বিশাল. ব্যাপক
যায় না তাকে ধরা
আকাশ মানেই অসীম, তাকে
যায় না আপন করা

আকাশ থাকে অনেক দূরে
যায় না তাকে ছোঁয়া
চাইলেই আকাশ আসবে কাছে
সেকী মুড়ি-মোয়া!

আকাশ-বুকে কোটি তারা
চাঁদ-সুরুজের বাস
তাদের নিয়েই আকাশ থাকে
খোদার বারো মাস।

সেই আকাশকে কাছে পাবার
ইচ্ছে যারা করে,
নিজের ভেতোর তারা নিজেই
পুড়ে পুড়ে মরে.....

চাঁদের দুঃখ

চাঁদে যদি পড়ে ছায়া
মনটা ভালো থাকে না;
মনটা তখন কষ্টে ভোগে
সুখের ছবি আঁকে না।
চাঁদটা যখন হাত বাড়িয়ে
নিজের কাছে ডাকে না
চাঁদের দুখে হৃদয় পোড়ে
মনটা ভালো থাকে না।

দেখলে পরে চাঁদের হাসি
হৃদয়টা যায় জুড়িয়ে,
মনের যতো দুঃখ-ব্যথা
সবকিছু যায় ফুরিয়েঃ
জীবন তখন নেঁচে ওঠে
রঙিন বেলুন উড়িয়ে।

চাঁদটা যখন দুঃখে কাঁদে
ঝরিয়ে চোখের পানি
মনটা তখন শাপ-শকুনে
করে টানাটানি।
হাত জড়িয়ে বলি তাকে
হাসো একটু খানি,
মুছে ফেলো ও চাঁদ সোনা
তোমার চোখের পানি॥

চাঁদের দুঃখ চাঁদের দুঃখ

মনটা যখন পাগলা ঘোড়া

মনটা যখন পাগলা ঘোড়া
ছুটতে থাকে লাগাম ছাড়া,
মুখ ডুবিযে নদীর জলে
যায় হয়ে সে দিশেহারা।
সামনে যখন পাহাড় খাড়া
মনটা তখন বাঁধনহারা,
দুমড়ে-মুচড়ে পাহাড়-টাহার
ছুটতে থাকে গতিধারা।
খোঁজে এমন একটা নগর
যেথা ফোটে গোলাপ টগর,
গন্ধ ছড়ায় চারিদিকে
মন কাড়া সে ফুলের নগর।
মনটা যখন পাগলা ঘোড়া
ছুটতে থাকে জগতময়;
পাহাড়-নদী বন পেড়িয়ে
সবুজ দ্বীপে শান্ত হয়॥

মনটা যখন পাগলা ঘোড়া

তোমার চোখের তারায়

ঐ যে তোমার চোখের তারায়
দেখছি আমার আশা
আমার জন্য ঝরছে সেথায়
প্রগাঢ় ভালোবাসা।

ঐ যে তোমার কানের দুলে
প্রেম আছে মোর ঝুলে
নিঃশ্বাসেতে আবেগ ভীষণ
উঠছে ফুলে ফুলে।

খোলা চুলে হাওয়ার আদর
সেতো আমার প্রেমের চাদর
ওড়না ওড়ায় আষাঢ়-ভাদর
মনটা আমার হয় যে কাতর।

ঐ যে তোমার নাকের নঁথে
জ্বলছে আমার ভালোবাসা
চোখের কালো কাজল রেখায়
দেখছি আমার স্বপ্ন-আশা।

ঐ যে তোমার নরম গালে
সিঁদুর রঙটা যায় খেলে
সেতো আমার প্রেমের ছোঁয়া
তাই তো তুমি রঙ পেলে।

ঠোঁটে তোমার ছড়ায় হাসি
ভালোলাগে, বড্ড ভালোবাসি
বুকের ভেতোর সুখের রাশি
প্রেমিক রাখাল বাজায় বাঁশি।

ইচ্ছে করে

সুখের ভেতোর মুখ ডুবিয়ে
বাঁচতে বড় ইচ্ছে করে,
থাকতে বড় ইচ্ছে করে
বুকভরা সে সুখের ঘরে...

রঙ ছড়াতে ইচ্ছে করে
পুড়ে যাওয়া মনের বনে,
সুখের ছোঁয়ায় বুকের ভেতোর
নাঁচবে ময়ূর ক্ষণে ক্ষণে...

বড্ড আমার ইচ্ছে করে
বুকের সুখে বসত করি,
সুখের সাথে বসত করে
সুখের আঁচেই পুড়ে মরি...

ছোঁয়া

কে যায় ছুঁয়ে মন
জাগে বড় শিহরণ,
শিরশির কাঁপে বন
কে যায় ছুঁয়ে মন!

কার ছোঁয়া মনে জাগে
কেনো এতো ভালো লাগে!
মন গলে মোম হয়ে
ধীরে ধীরে যায় ক্ষয়ে!

তার ছোঁয়া, তার হাসি
এতো কেনো ভালোবাসি!
সুখ মেলে রাশি রাশি
ছুঁয়ে যায় মোরে আসি।

কে আসে এই ক্ষণে
দোলা দেয় পোড়া মনে,
কি প্রেম তার মনে
নিতে চায় মধুবনে!

লেখকের কিছু বই

গুডনাইট টুনি ॥ নির্বাচিত গল্পসমগ্র ॥ সেরাগল্প ॥ পরবাসে প্রায়শ্চিত্য ॥ বড় কষ্ট লাগে ॥ যুবক এবং যন্ত্রণা রূমকি, শুধু তোর জন্য ॥ রিতুর জন্য কষ্ট ॥ দশ নম্বরের ফাউল ॥ নীরবে নিঃশব্দে ॥ এখন প্রয়োজন আকাশের সান্নিধ্য ॥ বেষ্ট অব ক্রীড়ালোক ॥ তরুণী শীলার খোলা চিঠি ॥ শনিবারের ম্যাচ ॥

লেখকের শিশু-কিশোরদের বই

লালপরী, নীলপরীদের দেশে ॥ কিশোরসমগ্র ॥ শ্রেষ্ঠ কিশোর উপন্যাস ॥ ভূতের খামার ॥ মোরগবন্ধু ॥ কুড়িয়ে পাওয়া পুতুল ॥ আকমল মিয়ার কান্ডকারখানা ॥ মঙ্গল যাত্রা ॥ ল্যাঙ্গারিষ্ট গিলটি মামা মানুষ খেকো মিজান স্যার ॥ খেলাধুলার ছেলেবেলা ॥ গল্পগুলো গল্প নয় ॥ গিলটু মামার জবর খেলা ॥ তথ্যভরা সত্য গল্প ॥

ই-গ্রন্থ

সেরা দশ গল্প ॥ হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

স্বনামধন্য গল্পকার মাহাবুবুল হাসান নীরুর গল্পগুলো থেকে বাছাই করা দশটি গল্প নিয়ে শৈলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ‘সেরা দশ গল্প’ গ্রন্থটি ইতোমধ্যে প্রায় এক লাখ পাঠক অনলাইনে পড়েছেন। এ সাফল্য আমরা আনন্দিত।

আপনি যদি গ্রন্থটি না পড়ে থাকেন তবে বইটি অনলাইনে পড়তে লগ ইন করুন http://shoily.com/sg/

অথবা ডাউনলোড করুন http://shoily.com/sg.pdf

শৈলী

প্র কা শ নী

http://shoily.com

কানাডা থেকে খুব শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করছে ভিন্ন ধারার একটি পারিবারিক ই-পত্রিকা

সময়ের কথা

স ম য়ে র স্রো তে ব ন্ধু স বা র

বাঙ্গালি কমিউনিটির হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার চিত্র তুলে ধরার অভিপ্রায় নিয়ে প্রকাশিতব্য পত্রিকাটিতে থাকবে রিপোর্ট, নানামুখি প্রতিবেদন, ফিচার, সাক্ষাৎকার, ভ্রমণ, লাইফ স্টাইল, চিকিৎসা, খেলাধুলা, রাশি, রান্নাবান্নাসহ বাংলাদেশ ও প্রবাসের জীবন ঘনিষ্ঠ সব বিষয়। লিখবেন বাংলাদেশ ও প্রবাসের নবীন-প্রবীণ লেখক-

সময়ের কথা

সময়ের স্রোতে বন্ধু সবার

স র্বা ধু নি ক প্র যু ক্তি স মৃ দ্ধ এ ক টি অ ন লা ই ন প ত্রি কা

বইটির পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে নিচের লিংকটিতে যান: http://shoily.com/ebook/hp.pdf

আড্ডা হোক শুদ্ধতায়,
শিল্প আর সাহিত্যে...

হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ

মাহাবুবুল হাসান নীরু

শৈলী.প্রকাশনী-এর একটি প্রয়াস